কুরআন খানি ও ইসালে সওয়াব

মূল: শাইখ মুখতার আহমদ নাদভী
অনুবাদ : শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী

حكم القراءة للأموات وإهداء الثواب لهم

المؤلف: مختار أحمد الندوي

المترجم: عبد الله الهادي بن عبد الجليل

কুরআনখানি ও ইসালে সওয়াব

মূলঃ শাইখ মুখতার আহমাদ নাদভী ﷾

অনুবাদক : শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী
(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ অ্যান্ড গাইডেন্স সেন্টার, সউদী আরব

দারুলকারার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

অনুবাদক পরিচিতি ৯

অনুবাদকের কথা ১২

ভূমিকা ১৬

ইসালে সওয়াবের ব্যাপারে একটি বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা ১৮

ইসালে সওয়াবের শরীয়তসম্মত পন্থাসমূহ ১৯

প্রথমত: দুআ ১৯

দ্বিতীয়ত: সদকায়ে জারিয়া ২১

তৃতীয়: মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলি আদায় করা ২২

বদলি আদায়ের শরীয়তসম্মত পদ্ধতি ২৬
বদলি হজের প্রমাণ ২৬
বদলি রোযার প্রমাণ ২৯
বদলি ও সওয়াব দান করার মাঝে পার্থক্য ৩০
কতিপয় সংশয় নিরসন ৩৩
১ম সংশয়: ৩৩
২য় সংশয়: ৩৪
৩য় সংশয়: ফাতেহা পাঠ ও ইসালে সওয়াব ৩৫
৪র্থ সংশয়: আবু হুরায়রা ﵁-এর ঘটনা ৩৭
মৃতের বাড়িতে ভোজ অনুষ্ঠান ৩৯
কবরের উপর কুরআনখানি এবং ইসালে সওয়াবের বর্ণনা ৪০
কুরআনখানি ও ইসালে সওয়াবের দুর্বল হাদীস ৪১
কুরআনখানি এবং জানাজা সম্পর্কিত বিদআত ও কুসংস্কার প্রতিহত করার কতিপয় পুস্তক প্রসঙ্গ ৪৭
কাতার ইসলামী আদালতের মহামান্য বিচারপতি আল্লামা শায়খ আহমাদ ইবনে হাজার ﵀-এর ভূমিকা ৪৯
কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য (এবং বিবেকে নাড়া দেওয়ার মতো কিছু প্রশ্ন) ৫৮
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ৬৮

প্রশ্ন: কুরআনখানির সওয়াব কি মৃত ব্যক্তি পায়? ৬৮
কবর যিয়ারতের ক্ষেত্রে নবী ﷺ-এর কর্মনীতি ৬৮
মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর কীসের মাধ্যমে উপকৃত হয়? ৭১
শোকসভা, স্মরণসভা ও শবিনাখানি বা কুরআনখানি ইত্যাদি সম্পর্কে মুফাসসিরগণের অভিমত ৭৭
হাদীসের ইমামগণের অভিমত ৮৮
চার মাযহাবের ইমামগণের অভিমত ৯৬
ইমাম আবু হানীফা ﷺ-এর মাযহাব ৯৬
ইমাম মালেক ﷺ-এর মাযহাব ৯৭
ঈমাম শাফেঈ ﷺ-এর মাযহাব ৯৮
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-এর মাযহাব ৯৯
ফিকহ শাস্ত্রের উসূলবিদগণের অভিমত ১০২
কবর, মাজার ও মৃত্যু সম্পর্কিত কতিপয় বিদআত ১০৭
১) কবরে ফাতিহাখানি করা ১০৭
২) পথের ধারে বা মাজারে কুরআন পাঠ: ১০৭
৩) মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার বিদআত: ১০৮
৪) চল্লিশা পালন করার বিদআত ১০৯

৫) নির্দিষ্ট কোনো দিনে কবর যিয়ারতের জন্য একত্রিত হওয়া, হাফেযদের দিয়ে কুরআন খতম করিয়ে পারিশ্রমিক দেওয়া ইত্যাদি ১১০
৬) শবিনা পাঠ ১১১
৭) কুরআন দ্বারা তন্ত্রমন্ত্র সাধন করা ১১১
৮) সূরা কাহফ তিলাওয়াত করার বিশেষ পদ্ধতি ১১২
৯) সূরা ফাতিহা পাঠের বিদআত: ১১৪
১০) সফরে যাত্রা করার সময় ফাতিহা পাঠের বিদআত ১১৬
১১) কুরআনের তাবিজ ১১৭
১২) কবরে মান্নত পেশ, পশু জবাই এবং খতমে কুরআনের বিদআত ১১৯

অনুবাদক পরিচিতি

শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী (হাফিযাহুল্লাহ) ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার এক স্বনামধন্য মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কৃতিত্বের সাথে ১৯৯৬ সালে দাখিল (এসএসসি), ১৯৯৮ সালে আলিম (এইচএসসি), ২০০০ সালে ফাজিল (স্নাতক) পাশ করার পাশাপাশি মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা থেকে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন।

শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল (হাফিযাহুল্লাহ) বাংলাদেশের তরুণ উদীয়মান আলেমদের একজন। যিনি বাংলাদেশের মাদ্রাসার গণ্ডি পেরিয়ে, বর্তমান দুনিয়ার ইসলামি শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাপীঠ মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আল হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ২০০৭ সালে লিসান্স সম্পন্ন করেন।

পড়াশোনা শেষ করে শাইখ হিজরি ১৪২৮ মোতাবেক ২০০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে এখন পর্যন্ত সৌদি আরবের স্বনামধন্য দাওয়াহ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টারে দাঈ, শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক ব্যবহার করেন অথচ শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল (হাফিজাহুল্লাহ)-কে চিনে না এমন মানুষ খুব কমই রয়েছে।

তিনি গবেষণার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে সালাফদের মানহাজ-এর আলোকে সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনের মৌলিক মাসআলা-মাসায়েলগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করে দ্বীনের খেদমত করে চলেছেন। শাইখের লেখনীর মাধ্যমে হাজারো মানুষ দ্বীন সম্পর্কে তাদের অজানা বিষয়গুলো খুব সহজেই জেনে নিতে পারছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সর্বস্তরের মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ ইলমি খেদমত পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শাইখ বেশ কিছু বই লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন এবং বহু বই সম্পাদনাও করেছেন।

শাইখের অনুদিত, লিখিত ও সম্পাদিত (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) কিছু বইয়ের তালিকা :

১. আকিদা (আকিদা বিষয়ক ৫০টি প্রশ্নোত্তর ও আকিদার সারকথা)

২. দুই নক্ষত্র (আল্লামা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী ও শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

৩. ইয়েমেনের বিদ্রোহী হুতি শিয়াদের আসল চেহারা

৪. তওবা জান্নাতের সিঁড়ি

৫. ইসলাম প্রচারের ৭২টি হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি

৬. মৃত্যু ও কবর সম্পর্কে করণীয় ও বর্জনীয়

৭. ইসলামে মানবাধিকার

৮. আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহের ব্যাখ্যা

৯. ইসলামের সৌন্দর্য

১০. রাসূল ﷺ-এর বহু বিবাহ : আপত্তি ও তার জবাব

১১. প্রেরণা : রাসূল ﷺ এর চরিত্র মাধুরী

১২. কুরআনখানি ও ইসালে সওয়াব

১৩. ১০০টি কবিরা গুনাহ

১৪. ঈমান দুর্বলতা : কারণ ও চিকিৎসা

১৫. বছরব্যাপী সুন্নত ও বিদআত

১৬. আল-ইরশাদ ইলা সহীহিল ইতিকাদ (শাইখ সালেহ আল ফাওযান)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أمّا بعد :

সুন্নত সম্পর্কে জানা এবং মানা মানবজীবনের পরম সফলতা ও সৌভাগ্যের বিষয়। পক্ষান্তরে বিদআতী কাজে লিপ্ত থাকা বা বিদআত চর্চা করা চরম ধ্বংস ও দুর্ভাগ্যের বিষয়। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের উচিত, প্রিয় নবী ﷺ-এর রেখে যাওয়া আদর্শ ও সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে সে আলোকে জীবন পরিচালনা করা এবং সব ধরণের বিদআত ও শরিয়ত বিরোধী কার্যক্রম থেকে নিবৃত থাকা। আল্লাহ তাওফীক দান করুন। আমীন।

মানুষের মৃত্যু সংক্রান্ত অনেক ধরণের রসম-রেওয়াজ ও বিদআতি কার্যক্রম আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এসব প্রচলন ও প্রচার-প্রসারের

পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান যাদের তারা হল, আমাদের সমাজের এক শ্রেণির অর্থলোভী, পেটপূজারী তথাকথিত হুজুর বা মাওলানা। এরা দু-চার পয়সা উপার্জন এবং মানুষের বাড়িতে ভালো ভালো খাবারের আশায় এমন কিছু শরিয়ত বিরোধী কার্যক্রম করে থাকে, যা ইসলামের সোনালী অধ্যায় তথা রাসূল ﷺ, সাহাবি ও তাবেঈদের যুগে আদৌ প্রচলিত ছিল না। অর্থাৎ ইসলামে যেগুলোর কোনও অস্তিত্ব নেই সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল, মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে কুলখানি, ফাতিহাখানি, ইসালে সওয়াব, চল্লিশা, শবিনা খতম (কুরআন খতম), মিলাদ মাহফিল, মৃত্যুবার্ষিকী পালন ইত্যাদি। অথচ রাসূল ﷺ যে নিয়ম-নীতি নিজে করেননি, সাহাবিদেরকে শিক্ষা দেননি এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠ তিন শতকে যা প্রচলিত ছিল না, তা কখনো ইসলাম হতে পারে না।

এগুলো হলো, ধর্মের নামে অধর্ম এবং ইসলামের লেবাসে ধোঁকাবাজি। এসব কার্যক্রমকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেব গ্রহণ করা হলো—ধর্ম ব্যবসার আরেক রূপ। শুধু বাংলাদেশে নয়, বরং আমাদের পুরো উপমহাদেশেই ইসলামের সঠিক শিক্ষা বঞ্চিত সাধারণ ধর্মানুরাগী মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে চলেছে এসব বিদআতি ধর্ম ব্যবসায়ীরা। (এদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের সমাজকে রক্ষা করুন, আমিন) তাই সবধরণের বিদআত, কুসংস্কার ও ধর্মের নামে ধোঁকাবাজির

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, মানুষকে সচেতন করা এবং সমাজকে এসব ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা সময়ের দাবি এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে বিশাল জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

মৃত্যু সংক্রান্ত এসব বিদআত ও কুসংস্কারমূলক কার্যক্রম থেকে জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জমঈয়তে আহলে হাদীস-ভারতের সুযোগ্য সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট আলেম দ্বীন আল্লামা মুখতার আহমদ নদভি ﷾ উর্দু ভাষায় 'কুরআনখানি আওর ইসালে সওয়াব' শীর্ষক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকাটি হাতে পাওয়ার পরই তা অনুবাদের প্রয়োজন অনুভব করি এবং অনুবাদ করে ফেলি, আলহামদুলিল্লাহ। এটি যখন অনুবাদ করি তখন আমি বাংলাদেশ জমঈয়তে হাদীস পরিচালিত কেন্দ্রীয় মাদরাসা মুহাম্মদিয়া আরাবিয়ার শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলাম। পাণ্ডুলিপিটি হাতে লেখা ছিল। কিন্তু এর মধ্যে জীবন থেকে অতিবাহিত হয়ে গেছে একটি সুদীর্ঘ সময়। পরবর্তীতে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটি কম্পিউটার কম্পোজ করে ভাষাগত কিছুটা পরিমার্জন করে বই আকারে ছাপানোর উদ্যোগ করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

বইটি প্রকাশ করার জন্য দারুল কারার পাবলিকেশন্স-ঢাকা কর্তৃপক্ষকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি, এ বইটির মাধ্যমে সমাজে মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত কতিপয় বিদআত থেকে আত্মরক্ষার

ক্ষেত্রে বাংলাভাষী মুসলিমগণ পথনির্দেশনা খুঁজে পাবে, যেভাবে ইতঃমধ্যে উর্দুভাষী মুসলিমগণ উপকৃত হয়েছে। পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা মূল লেখক, প্রকাশক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং এটি খালিসভাবে আল্লাহর জন্য কবুল করুন। আমীন!

বিনীত অনুবাদক
আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল
(লিসান্স, মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব)
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদি আরব
ইমেইল: abuafnan12@gmail.com,
হোয়াট্স অ্যাপ: +৯৬৬৫৭১৭০৯৩৬২

ভূমিকা

কুরআনখানির মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির কবরে সওয়াব পৌঁছানোর রেওয়াজ বর্তমানে প্রায় সব জায়গায় প্রচলিত হয়ে গেছে। রাজা-বাদশা, মন্ত্রী-এমপি, দেশের উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তার মৃত্যু উপলক্ষ্যে সরকারি রেডিয়ো পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম বাতিল করে কুরআন তিলাওয়াত সম্প্রচারের শুরু করে। সাধারণ জনগণও নিজেদের মৃতদের কবরে সওয়াব-রেসানি বা ইসলামে সওয়াব করার উদ্দেশ্যে কুরআনখানির মাহফিল আয়োজন করে। এই মাহফিলে উপস্থিত লোকজন অথবা কুরআনখানি করার জন্য পেশাদার এক শ্রেণির মানুষ যেনতেন প্রকারে কুরআন খতম করে তার সওয়াব মৃতের কবরে পৌঁছানোর জন্য দুআ করে থাকে।

এ প্রথাটি বর্তমানে রীতিমতো ব্যবসায় পরিণত হয়েছে; বরং মিলাদ পড়ার মতো কুরআনখানির জন্যও ভাড়াটিয়া